# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০০৯/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* জাতিসংঘ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি বৈশ্বিক সংকটকে আরো প্রকট করবে
* শ্রীলঙ্কা: নো ফায়ার জোনে ত্রাণ কর্মীর মৃত্যুতে জাতিসংঘের গভীর শোক প্রকাশ
* শিক্ষাই হবে সংকট থেকে উত্তোরনের মুল হাতিয়ার- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতি
* জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান এ সপ্তাহে নেপাল ও ভারত সফর করবেন
* বনভূমির ওপর অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব হবে ভয়াবহ - জাতিসংঘ নতুন প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

## জাতিসংঘ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি বৈশ্বিক সংকটকে আরো প্রকট করবে

২০ মার্চ - জাতিসংঘ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা সর্তক করে বলেছেন, অর্থনৈতিক মন্দা বা জলবায়ুর পরিবর্তন সত্বেও, দুর্বল নীতি নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যখাতে এগুলোর ভয়াবহ প্রভাবের কারণে চলমান বৈশ্বিক সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

জার্মানির বার্লিনে বৈশ্বিক সংকট বিষয়ক ২৩ তম ফোরামে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বলেন, বিশ্ব বিশৃঙ্খলাপুর্ণ, আর বেশিরভাগ বিশৃংখলাই আমাদের নিজেদের তৈরি।

কতগুলো ঘটনা যেমন- অর্থনৈতিক সংকট এবং জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি বাজার ব্যবস্থা কিংবা প্রাকৃতিক কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। এগুলো মানব ইতিহাসের উত্থান পতনের অপরিহার্য ঘটনা নয়।

এগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র ও তাদের জনগণের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়াকে শাসন করে, তার ভয়াবহ ব্যর্থতার জন্য দায়ী । এগুলো একই সাথে পরস্পর নির্ভরশীল সমাজ, পুঁজি বাজার, অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের নজিরবীহিন ব্যর্থতার জন্যও দায়ী।

তিনি বলেন, ‘এক কথায় এগুলো খারাপ নীতি প্রয়োগের ফল। আমরা নিজেরা এই বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছি এবং আজ সে ভুলগুলো চরম আকার ধারন করেছে।’

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান উলে-খ করেন, উদাহরণ স্বরুপ আমরা বলতে পারি স্বাস্থ্যখাতের কথা, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের জন্য যা বড় বোঝায় পরিণত হবে।

বেকারত্ব বাড়ার কারণে স্বাস্থ্যখাতে খরচ কমে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতি আরো অবনতির আশঙ্কাগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

একই রকম উদ্বেগ আছে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এবং তামাক, মদ ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্যাদির ব্যবহার হঠাৎ করে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা নিয়ে ।

আরেকটি চিন্তার বিষয় হলো দরিদ্রদের পুষ্টি। তিনি উলে-খ করেন, যখন সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সবচেয়ে সস্তা উপায়ে পেট ভরানোর উপায় হলো প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া, যা কিনা স্নেহ ও শর্করা উপাদানে ভর্তি কিন্তু প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ নয়। এধরনের খাবার অস্বাভাবিক স্থুল স্বাস্থ্য এবং খাদ্যাভাস সম্পর্কিত সংক্রামক রোগের জন্ম দেয় এবং এর ফলে ক্ষুধার্ত শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব সৃষ্টি করে।

মিজ চ্যান যুক্তি উপস্থাপন করে, কোনো দেশের অভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সিদ্ধন্ত আপনা আপনি দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করবে না বা মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেবে না। বৈশ্বিক উদ্যোগ আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত নয়, যে এটা সবার জন্য সমান সুফল দেবে।

কোন কর্পোরেশন আপনা আপনি সামাজিক সমস্যা ও মুনাফা নিয়ে একসাথে চিন্তা করবে না। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো নিজে থেকেই খাদ্য নিরাপত্তার, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বা প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগের নিশ্চয়তার দিকে তাকাবে না।

তিনি বলেন, এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সুচিন্তিত নীতি প্রনয়ণ।

## শ্রীলঙ্কা: নো ফায়ার জোনে ত্রাণ কর্মীর মৃত্যুতে জাতিসংঘের গভীর শোক প্রকাশ

১৯ মার্চ - শ্রীলঙ্কার তথাকথিত 'নো ফায়ার জোনে; বেসরকারি সংস্থা কেয়ার এর একজন ত্রাণকর্মীর মৃত্যুতে জাতিসংঘ আজ গভীর শোক প্রকাশ করে।

কলম্বোতে জাতিসংঘ ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে উলে-খ করা হয়, এই এলাকায় গোলাবর্ষনে গুরুতর আহত হবার পর আর সাবিসান নামের, কেয়ার এর একজন স্থানীয় স্টাফ যথাযথ স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নিহত হয়েছেন।

এতে আরো বলা হয় জনাব সাবিসানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু থেকে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় অবস্থানরত অগণিত বেসামরিক লোকজনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বিশ্ব সংস্থা উলে-খ করে শ্রীলঙ্কার সরকার ও এলটিটিই বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষে দেশটির সরকার ঘোষিত উত্তর ভানি অঞ্চলের নো-ফায়র জোনে ১৮০,০০০ ও বেশি বেসামরিক জনগণ শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের দপ্তর অনুসারে, অন্যান্য অঞ্চলের মত নো ফায়ার জোনেও গোলাগুলি অব্যাহত আছে যেসব এলাকায় মুলত বেসামরিক জনগণের আবাসস্থল আছে।

OHCHR প্রতিবেদনে উলে-খ করে যে গত জানুয়ারি থেকে ২৮,০০ এরও বেশি লোক নিহত এবং ৭০০০ এরও বেশি লোক আহত হয়েছে যাদের বেশির ভাগই নো-ফায়ার জোনের। হতহতের মধ্যে অনেক শিশু আছে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। নিহত ও আহত শিশুর সংখ্যা ১০০ এবং ১,০০০ ।

## শিক্ষাই হবে সংকট থেকে উত্তরনের মুল হাতিয়ার - জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতি

১৮ মার্চ - জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতি আজ নিউইয়র্কে এক সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহিংসতা এবং দুর্যোগ থেকে শিশুদের রক্ষা করতে শিশু শিক্ষাখাতকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুদানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার আহ্বাণ জানান।

মিগুয়েল ডি'স্কোটো সদস্য দেশ সমুহের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং দাতা সংগঠনসমূহকে বলেন,  আসুন এমন উপায় বের করি যার মাধ্যমে আমরা তরুণদের প্রাণের সাথে সাথে স্বাস্থ্যের খোরাকও দিতে পারি, যাতে একই সাথে তাদের নিজেদের ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য একটি নিরাপদতর বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

তিনি আরো বলেন, আসুন আমরা এসব বালক ও বালিকা, তরুণ এবং নারীদের সমাজের পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত গঠনে অবদান রাখার সুযোগ করে দেই। আসুন আমরা তাদের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে এই চরম সংকট থেকে উত্তোরনের আশা দেখাই।

জনাব মিগুয়েল ডি'স্কোটো বলেন কিছু উন্নয়ন অংশীদার কর্তৃক শিক্ষাকে মানবিক নীতির অংশ করলেও বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭৫ মিলিয়ন শিশু এ মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

উদ্বোধনী সভায় উপ-মহাসচিব আশা-রোজ মিজিরো, বিষয়টি সম্পর্কে জনাব মগুয়েল ডি'স্কোটোর গুরুত্বারোপ করাকে সমর্থন করে বলেন, সরাসরি স্কুল, কর্মচারী ও ছাত্রদের ওপর নৃশংষ হামলার কারণেও অনেক শিশু শিক্ষার্জন করতে পারে না।

মিজ মিজিরা আরো বলেন, গত বছর আফগানিস্তানে ২৭৫ এরও বেশি শিশু এ ধরনের আক্রমনের শিকার হয়। এত ৬৬ জন নিহত্ এবং অগণিত লোক আহত হয়, যাদের বেশিরভাগই শিশু।

যদিও এধরণের সহিংসতার বিভিন্ন মাত্রা ছিল, তবে প্রতিটি স্কুলের ওপর এ আক্রমনের প্রভাব ছিল ভয়াবহ।

## জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান এ সপ্তাহে নেপাল ও ভারত সফর করবেন

১৭ মার্চ - গত সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব গ্রহণের পর এশিয়াতে প্রথম সরকারির সফরের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান এ সপ্তাহে নেপাল ও ভারত সফর করবেন।

পাঁচদিনব্যাপী  এ সফরের শুরুতে আগামীকাল নাভি পিল-াই নেপালে পোঁছাবেন। সেখানে তিনি  Office of the High Commissioner for Human

Rights (OHCHR) এর সবচেয়ে বিশাল কার্যক্রমগুলোর একটি পরিদর্শন করবেন।

তিনি দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতিও মুল্যায়ন করবেন। ২০০৬ সালে দেশটির সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এক দশকব্যাপী গৃহযুদ্ধে প্রায় ১৩,০০০ লোক নিহত হয়।

গত মে মাসে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়।

নেপালে অবস্থানকালে মিজ পিল-াই দেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কর্মীসহ প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কামাল দাহাল, রাষ্ট্রপতি রাম বারান জাদব এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এরপর মানবাধিকার প্রধান দু'দিনের সফরে ২২ মার্চ ভারত যাবেন। এসময় তিনি পররাষ্ট্র সচিব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় সদস্যবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।

## বনভূমির ওপর অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব হবে ভয়াবহ - জাতিসংঘ নতুন প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

**১৬ মার্চ - জাতিসংঘের সাম্প্রতিক 'বিশ্ব বন পরিস্থিতি প্রতিবেদন' অনুসারে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কাঠের চাহিদা, শিল্প ও বন ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ হ্রাস করেছে।**

অর্থনৈতিক সংকট এবং জলবায়ুর পরিবর্তন দু'টির কারণে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ বন ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকাশনায় উলে-খ করা হয় অর্থনৈতিক সংকট বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে সবুজায়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত করতে বাধ্য করবে।

সাংগঠনিকভাবে দুর্বল উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে বন- বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বল্পমেয়াদী বনাম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সুফলের হিসেব করা কঠিন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী দশকগুলোতে জ্বালানীর উৎস হিসেবে কাঠের ব্যবহারের ফলে কাঠ জাতীয় পণ্য এবং পরিবেশগত সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যা সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটকেও প্রভাবিত করবে।

এই প্রতিবেদনে আরো উলে-খ করা হয় যে, অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় দেশগুলো বণভূমি ধ্বংসে বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের শিথিলতা, সবুজায়নের লক্ষ্য পুরণ এবং জলবায়ুর সংকট মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ছাড় দেয়া এবং বণ ধ্বংসের মতো ক্ষেত্রগুলোতে দুর্বলতা দেখানোর সম্ভাবনা আছে।

এই প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যেসব সৃষ্ট সুযোগ বৃক্ষরোপন এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ ও সবুজায়নের মাধ্যমে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়।

এ মাসে জার্মানীর বন শহরে এ বছরের জাতিসংঘ জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক সমঝোতাগুলোর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আশা করা হচ্ছে ডিসেম্বরে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দেশসমূহ কর্তৃক গ্রীন হাউস বিষয়ক কিয়োটো প্রটোকলের সফল কার্যকারিতার মাধ্যমে এই সমঝোতা আলোচনার অবসান হবে। ২০১২ সালে কিয়োটো প্রটোকল অঙ্গীকারের প্রথম ধাপ সমাপ্ত হবে।

** ** **